The Daily Star

U 1 SEP 2025

India boosts oil purchases from US to narrow trade deficit

REUTERS, *New Delhi/Singapore*

Indian refiners boosted US crude oil purchases this month, drawn by competitive prices, trade sources said, a move that could help narrow the country's trade deficit with the United States amid tensions between the two nations.

The country's top refiner, Indian Oil Corp, has bought 5 million barrels of US West Texas Intermediate crude for delivery in October and November via a tender, trade sources said.

This came after another state refiner Bharat Petroleum Corp purchased 2 million barrels of US WTI crude while private refiner Reliance Industries has bought 2 million barrels of WTI crude from Vitol, other sources said.

Indian refiners, along with others in Asia, stepped up purchases after the arbitrage window for US crude to Asia opened. India is also under pressure to buy more US oil after the United States doubled its tariffs on Indian imports to 50 percent, citing New Delhi's buying of Russian oil.

European traders Gunvor and Equinor sold 2 million barrels each, while Mercuria sold 1 million barrels to IOC, the sources said.

The Daily Star

0 1 SEP 2025

Eco-friendly jute bag marketing starts in city

FE REPORT

The government launched the marketing of affordable and eco-friendly jute bags among consumers in the city on Sunday.

Syeda Rizwana Hasan, Adviser to the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, and the Ministry of Water Resources, addressed the inauguration as the chief guest held at Karwan Bazar.

Adviser to the Ministry of Textiles and Jute, Ministry of Commerce, and the Ministry of Civil Aviation and Tourism Sheikh Bashir Uddin was the special guest and spoke at the event chaired by Md. Abdur Rouf, Secretary of the Ministry of Textiles and Jute.

Under this project, funded by the Bangladesh Climate Change Trust Fund, jute bags will be marketed through TCB dealers and market traders' associations.

Price of each bag has been set at Tk 20, 25, 30, 35, 70, and 80, depending on size and quality.

The project aims to promote the use and reuse of jute bags, as well as enhance the skills, marketing capacity, quality control, and cost management of multipurpose jute product entrepreneurs.

The launchng ceremony in progress in the city on Sunday.

Rizwana Hasan stated that the government has initiated a programme to provide jute bags at subsidised prices to encourage their use as an alternative to polythene for environmental protection.

Training will be provided to traders' associations and TCB dealers, while awareness will be raised through various means such as meetings, seminars, workshops, symposiums, and media publicity.

Speakers emphasised the urgency of ending the use of polythene and single-use plastics to protect the well-being of future generations. They called on citizens to pledge to no longer use polythene shopping bags.

TCB-appointed dealers have been tasked with selling these subsidised jute bags, which are now available at designated shops across various markets in Dhaka.

nsrafsanju@gmail.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা।

The Financial Express

0 1 SEP 2025

Jute prices hit record high

180 factories in peril as middlemen stockpiling raw jute

YASIR WARDAD

The price of raw jute has hit a record high this harvesting season due to growing demand both at home and abroad.

Farmers are happy with better prices, but jute factories are struggling as traders are hoarding large volumes of raw jute. Prices may even cross the record set in 2001, they say.

In major jute-producing areas such as Pabna, Tangail, Rajbari, Faridpur, Gopalganj, Shariatpur, and Madaripur, raw jute is selling at Tk 4,000-4,300 per maund (37.32 kg)-an all-time high for any harvesting season.

Md Atiar Rahman, a farmer and part-time rickshaw driver from Pabna, says he sold jute from his five bighas of land at Tk 3,800-4,000 per maund in mid-August. Including the sale of jute sticks, he made a profit of about Tk 15,000 per bigha.

"Last year, I cultivated eight bighas, but this year many farmers reduced their jute land areas. Prices have now gone above Tk 4,200 in local markets," he said.

He also has mentioned that seasonal traders (farias) were buying large amounts on behalf of big traders and exporters.

Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) president Tapas Pramanik has told the FE that while it is good news that farmers are getting fair prices, a large share is being stockpiled by traders to push prices even higher.

He says factories will need at least 6.5 million bales of jute this year, but production seems unsatisfactory.

According to him, BJSA alone needs 3.5 million bales, the Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) requires 2.0 million bales, while another 1.0 million bales are used locally for ropes and other products.

Although the government estimates production at 7.5 million bales, he believes the actual figure is closer to 6.0 million bales.

Another jute mill owner says a large portion of raw jute has already been exported to India through sea routes.

"Raw jute is being unloaded in Mumbai. Indian traders are importing heavily, and they are also funding Bangladeshi middlemen to secure supplies for their factories," he says.

On the other hand, India has restricted Bangladesh jute goods through antidumping duties and through ban on land ports for Bangladeshi jute products, he says.

Former BJSA chairman Md Zahid Mian suggested that the government impose an export ban to ensure local factories get enough raw materials.

He warns that if the current trend continues, prices may exceed the 2021 record of Tk 6,200 per maund, which caused severe problems for jute goods manufacturers.

During that time, polypropylene yarn gained more popularity as buyers shifted away from expensive jute products, he says.

He says regenerated cotton yarn use in carpets has also increased, as cotton rugs are easier to fold.

"We lost around 30 per cent of our market in FY21 and FY22, and exports have been falling since then. To increase exports, we need to regain our traditional buyers," he says.

Data from the Export Promotion Bureau (EPB) shows that jute and jute goods exports have been declining since FY'22.

Export earnings from the jute sector was $1.16 billion in FY21, then dropped to $1.13 billion in FY22, $911.51 million in FY23, $855.23 million in FY24, and finally $820.16 million in FY25.

tonmoy.wardad@gmail.com

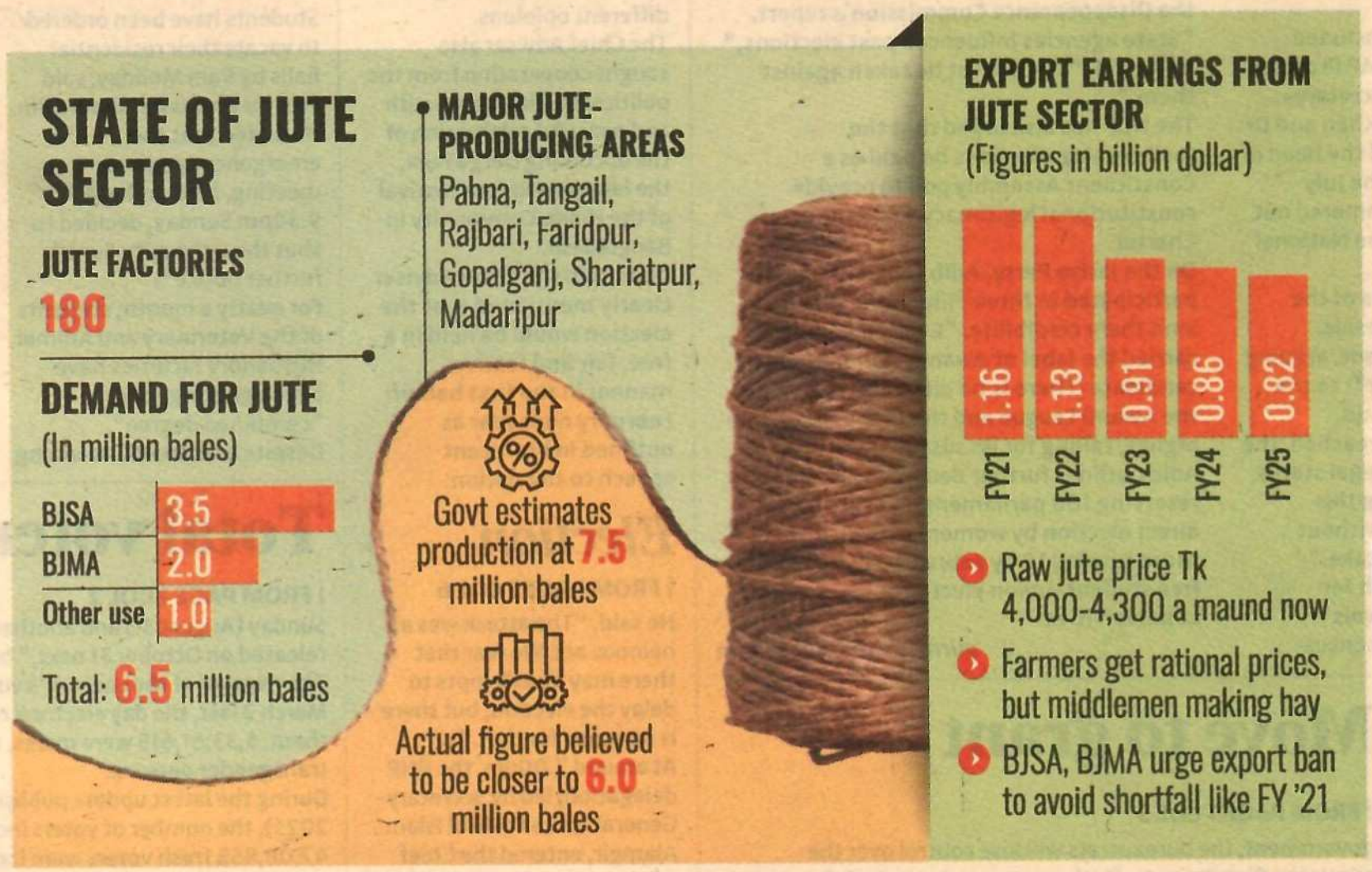

সমকাল

01 SEP 2025

শুল্ক আরও কমানোর চেষ্টায় সরকার

- আরেক দফা বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনের সময় চেয়েছে ঢাকা
- চুক্তির জন্য সময় নিচ্ছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র

মেসবাহুল হক

বাংলাদেশি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা 'পাল্টা শুল্ক' আরও কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে সরকার। এ জন্য আরেক দফা বৈঠকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কাছে সময় চেয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। পাল্টা শুল্ক অন্তত ১৫ শতাংশে নামিয়েই এ-সংক্রান্ত চুক্তি করতে চায় ঢাকা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য পাল্টা শুল্কের হার কমিয়ে ২০ শতাংশ কার্যকর করলেও দেশটির সঙ্গে এখনও কোনো চুক্তি হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত আগস্ট মাসেই যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় তা পিছিয়ে গেছে। কারণ বাংলাদেশ চায় শুল্ক আরও কমাতে, যুক্তরাষ্ট্রও কমানোর পক্ষের যুক্তিগুলোর যৌক্তিকতা পর্যালোচনায় সময় নিচ্ছে। একই সঙ্গে চুক্তির খসড়া তৈরির কাজ করছে ইউএসটিআর। খসড়া তৈরি শেষ করার পর তারা তা বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তা দেখে ও মতামত দিয়ে ফেরত পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্রে। এর পর দিন ঠিক করে যুক্তরাষ্ট্রে উভয় পক্ষের চুক্তি সই হবে।

জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন আগে কথা হয়েছে। ওরা ১৫৬টি দেশের সঙ্গে ডিল করছে। কাজেই তাদের পক্ষে সময় বের করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সময় দিলে আমরা যাব অথবা অনলাইনে আরেক দফা আলোচনা হতে পারে। ইউএসটিআরের দেওয়া সিডিউল অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আলোচনার পর চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চুক্তি হওয়ার আগে ইউএসটিআরের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসতে পারে। গত ১২ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ জন্য সরকারের সব মহল থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে, এমন কোনো বিষয়ে ছাড় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়নি। দুই দেশের মধ্যে খাদ্য ও কৃষিপণ্যের আমদানি বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো হবে।

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর প্রথমে ৩৭ শতাংশ এবং পরে ৩৫ শতাংশ 'পাল্টা শুল্ক' ঘোষণা করে আলোচনার সুযোগ দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে তৃতীয় দফার আলোচনা শেষে গত ৩১ জুলাই ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করা হয়। তবে এ জন্য বাংলাদেশকে বেশ কিছু ছাড় দিতে হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণলয়ের একটি সূত্র সমকালকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রকে যেসব ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাতে করে পাল্টা শুল্ক অন্তত ১৫ শতাংশ বা আরও কম হবে– এমনটি আশা করেছিল সরকর।

জানা গেছে, দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ৬০০ কোটি ডলার থেকে কমাতে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেড় বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি ডলার আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। এ জন্য আগামী কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কিনবে সরকার। এতে স্থানীয় মুদ্রায় খরচ হতে পারে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া কিছুটা বাড়তি দামে পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতিবছর সাত লাখ টন করে গম আমদানি করা হবে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক পণ্য, বেসামরিক উড়োজাহাজ যন্ত্রাংশ আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ এবং জ্বালানি তেল ও ভোজ্যতেল, গম ও তুলা আমদানি বাড়ানো এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা হবে। কিছু খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের ওপর বাংলাদেশের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা বাংলাদেশ বাদ দেবে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য অনাপত্তিপত্রও সহজ করা হবে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন যাতে সহজে আসতে পারে এবং বাংলাদেশ থেকে সে দেশে যেতে পারে, তার অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে বাংলাদেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ অবৈধ রপ্তানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এবং প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ তদন্ত করবে। বাংলাদেশ এতে রাজি। এ ছাড়া জনমত গ্রহণের সুযোগ নিতে বাংলাদেশ আইন ও বিধিমালা অনলাইনে সহজলভ্য করার পাশাপাশি প্রস্তাবিত আইন ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য বা কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি অনুমতিপত্র বাধ্যতামূলক করা হবে না। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রনিক বিল অব লেডিংয়ের বৈধতা অস্বীকার করবে না এবং দেশটি থেকে আসা স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য দ্রুত ছাড় করবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।